তারিখ ... 10 MAY 2010
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৩

যুগান্তর

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বারান্দায় এমপিওবঞ্চিতদের ক্ষোভ

যুগান্তর রিপোর্ট

এবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বারান্দায় হইচই ও হট্টগোল করেছেন এমপিও-বঞ্চিতরা। হট্টগোলকারীদের মধ্যে সরকারি দলের সংসদ সদস্য, প্রভাবশালী মন্ত্রীর ব্যক্তিগত সহকারী (এপিএস) এবং ছাত্রলীগ, যুবলীগ, মহিলা লীগের নেতাকর্মীরা পর্যন্ত রয়েছেন। রোববার বিকাল সাড়ে ৩টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। বিক্ষুব্ধদের দাবি— বিএনপি-জামায়াত এবং ছাত্র ইউনিয়নপন্থী ব্যক্তিদের প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। আর বাদ পড়েছে বঙ্গবন্ধুর নামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ মন্ত্রী-এমপিদের ডিও লেটার দেয়া প্রতিষ্ঠান। মন্ত্রণালয়ের অসাধু কর্মকর্তারা ফোন করে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের ডেকে এনে ওসমানী উদ্যানে নিয়ে অর্থের লেনদেন করেছেন বলেও তাদের অভিযোগ। এমপিওবঞ্চিতরা গত

ক্ষোভ : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৭

ক্ষোভ : এমপিও

(৩ পৃষ্ঠার পর)

কয়েকদিন যাবৎ দেশের বিভিন্ন স্থানে সড়ক অবরোধ-হরতালসহ মিছিল-সমাবেশ করছেন। বেলা আড়াইটায় মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে মন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের ডাকে নতুন এমপিওভুক্ত (বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারের দেয়া বেতনের আর্থিক অনুদান) প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে সংবাদ সম্মেলন শুরু হয়। বেলা সাড়ে ৩টায় তা শেষ হলে সাংবাদিকরা বেরিয়েই বিক্ষোভকারীদের মুখোমুখি হন। তারা বলছিলেন, 'সাংবাদিকরা আছে শুনেই আমরা এসেছি।' এসময় গাজীপুরের এমপি আকম মোজাম্মেল হক কালিয়াকৈর উপজেলার চন্দ্র য় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু উচ্চ বিদ্যালয় এমপিওভুক্ত না করায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নামে হওয়ায় এমপিওভুক্ত করা হয়নি। শনিবার ওই স্কুলের ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারী নবীনগর মহাসড়ক অবরোধ করে। তিন ঘণ্টা অবরোধে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় এমপির আশ্বাসে তারা অবরোধ তুলে নেয়। তাই এমপি নিজে মন্ত্রণালয়ে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। একজন প্রভাবশালী প্রতিমন্ত্রীর এপিএস অভিযোগ করেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের একটি অসাধু চক্র ফোন করে এমপিও প্রার্থীদের ওসমানী উদ্যানে নিয়ে গিয়ে অর্থের লেনদেন করেছেন। এমপি-মন্ত্রীরা ডিও লেটার দেয়নি— জামায়াতপন্থী এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিও'র তালিকায় রয়েছে। অথচ তার মন্ত্রীর একাধিক ডিও লেটার থাকলেও তা এমপিওভুক্ত করা হয়নি।

২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলায় আহত ছাত্রলীগের নেতা সেন্টু জানান, আওয়ামী লীগের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিও দেয়া হয়নি। এমপি-মন্ত্রীর সুপারিশ ছাড়া বিএনপি, জামায়াত এবং ছাত্র ইউনিয়নের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। ঢাকা মহানগর মহিলা আওয়ামী লীগ নেত্রী আসমা জাহান সাথী সাংবাদিকদের পথরোধ করে বলেন, কুড়িগ্রাম জেলায় কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হয়নি। এখানে পুরোপুরি দুর্নীতি করা হয়েছে। শনিবার রাতে একটি বেসরকারি টেলিভিশনের সরাসরি টকশো'তে প্রথিতযশা একজন সাংবাদিক এমপিও নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ তোলেন। তিনি ওই অনুষ্ঠানে বলেন, তাকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, কোন কোন এলাকার এমপিও বিক্রি করে দেয়া হয়েছে। তিনি আরও অভিযোগ করেন, ড. আলাউদ্দিন প্রণীত এমপিও নীতিমালা অনুসরণ না করে এমপিও না দিয়ে একটি বৃহত্তর জেলায় সর্বাধিক এমপিও দেয়া হয়েছে। তিনি এমপিও দুর্নীতি নিয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করার কথা বলেন। এমপিও'র তালিকা প্রকাশের পর থেকে দেশের বিভিন্ন জায়গায় সড়ক অবরোধ ও ধর্মঘট পালন করছে এমপিও-বঞ্চিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারী, অভিভাবক ও এলাকাবাসী।